নতুন-বৌ

কাহিনী ও পরিচালনা
সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

পরিবেশক :- ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড

ইষ্টার্ণ টকীজের নবতম নিবেদন

নতুন বৌ

(ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে গৃহীত)

প্রযোজনা, কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

শ্রীসুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

গীতকার : **কবি শৈলেন রায়** সুরশিল্পী : **সুবল দাশগুপ্ত**

চিত্রশিল্পী : শচীন দাশগুপ্ত শব্দযন্ত্রী : গান-গৌর দাস রাসায়নিক : ধীরেন দাশগুপ্ত

সম্পাদক : রবীন দাস শব্দযন্ত্রী : কথা-জে,ডি,ইরাণী শিল্প নির্দ্দেশক : বটু সেন

ব্যবস্থাপক : পশুপতি কুণ্ডু সত্যেন ঘোষ স্থির চিত্রশিল্পী : সত্য সান্যাল

সজ্জাকর : ফকির, মদন শিশির চট্টোপাধ্যায় রূপকার : সুধীর দত্ত, ধীরেন দত্ত

আলোক সম্পাত : আলী হোসেন প্লে-ব্যাক : সরোজ বসু ত্রিলোচন পাল

—সহকারী—

পরিচালনায় : অমিয় ঘোষ, সরোজ ব্যানার্জ্জি, নির্ম্মল সরকার, কনকবরণ সেন।

সঙ্গীত পরিচালনায় : নিতাই ঘটক, পূর্ণ রায়, বিরল কুমার।

রসায়নাগারে : শম্ভু সাহা, মজু, সামান্ত রায়, ননী দাস, অমূল্য দাস।

চিত্রগ্রহণে : রবি মজুমদার। শব্দযন্ত্রে : সিদ্ধি নাগ, পাঁচু দাস।

সম্পাদনায় : গোবর্দ্ধন অধিকারী। শিল্পনির্দ্দেশে : নির্ম্মল মেহেরা

আলোক নিয়ন্ত্রণে : প্রমোদ, সৌকাত, কেষ্ট, নুরু।

ব্যবস্থাপনায় : তারক পাল, অতুল স্বর্ণকার, নিরঞ্জন শীল।

—ভূমিকায়—

অহীন্দ্র চৌধুরী, দেবী মুখার্জ্জি (এন্, টী), জহর গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী, কানু, কৃষ্ণধন, জীবেন, পশুপতি, ডাঃ মন্মথ, নবদ্বীপ, আশু, নৃপতি, হুয়া, অমূল্য, প্রফুল্ল, অনিল, অরণ্য, সরোজ, দেবদাস, গোপাল, আদিত্য, প্রয়াগ, জাফর, সহদেব, সনৎ, দুর্গাদাস, নকুল, বাদল, শৈলেন, রবীন, মোহন, নিতাই, অতুল প্রভৃতি

ও

প্রভা, রাণীবালা, রেণুকা, সন্ধ্যারাণী, উষা, সুষমা, চপলা, রাধা, রেণু, নির্ম্মলা, মিনতি, মীণা, শেফালী, শীলা, আশা প্রভৃতি।

বেঙ্গল ফার্মস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃএর সৌজন্যে ও সহযোগিতায় কালেক্‌টীভ্ ফার্মসের দৃশ্যাদি গৃহীত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ পরিষদের সৌজন্যে লাইব্রেরীর পুস্তকাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

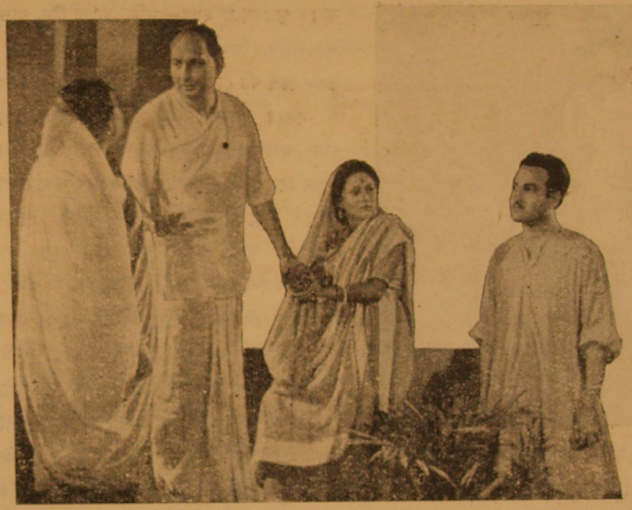

কাহিনী

সত্যর এম, এ তে প্রথম হওয়ার খবর পেয়েই, যতীন বাবু ছুটে এলেন সত্যর মায়ের কাছে—সত্যর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ে কমলার বিয়ের দিন ঠিক্ করতে। সত্যর অমতে সত্যর বিয়ের ঠিক্ করতে তিনি রাজী হ'ন না, কিন্তু তাঁর সমস্ত যুক্তিই হার মেনে যায় যেই যতীন বাবু তাঁর পায়ে হত্যে দেবেন বলে ভয় দেখান; তাড়াতাড়ি বলেন: "আমি আমার কথা দিচ্ছি, ঠাকুর পো।"

সত্যর সঙ্গে কমলার বিয়ে হ'য়ে গেল। বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে কল্‌কাতা থেকে এলো সত্যর ধনী বন্ধু সুবোধ আর তার বোন আশা। বৌ দেখার সময় কথায় কথায় সত্য সুবোধকে জানিয়ে দেয় যে তার অনেক দিনের ভেবে ঠিক্ করা রাস্তা হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে; আবার সব নতুন ক'রে ঠিক্ করতে হবে। খোঁচা দিয়ে আশা জিজ্ঞাসা করে: "নতুন বৌ এসেই বুঝি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে?" বিস্মিত এবং শঙ্কিত হয়ে সুবোধ জান্‌তে চায়: "বিলেত যাবি না, থিসিস্ লিখ্‌বি না?" সত্য বলে: "না ভাই, এখানে থেকে গ্রামের ছেলেদের শেখাবো, যাতে তারা মানুষের মত মানুষ হ'য়ে বাঁচতে পারে।"

সুবোধের আর আশার কোন যুক্তিই টেকে না।

গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের বড় বড় বক্তৃতা শুনিয়ে আদর্শ মানুষ তৈরীর পরীক্ষায় সত্যর দিন কাটে। মানুষ তারা হবে কিনা বোঝবার আগেই, দুর্ভিক্ষের প্রথম সূচনাতেই পাঠশালার ছাত্রেরা ছুটলো শহরে কণ্ট্রোলের দোকানে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে বাঁচবার মত চাল সংগ্রহ করতে। চালের দাম এত বেড়ে যায় যে গরীবদের আর চাল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে

না। তাদের যা সম্বল—জমি, ঘরের টিন, বাসন, গরু,বাছুর,ছাগল—সব বেচেও আর যখন চলে না, তখন দেশ ঘর ছেড়ে তারা ছোটে শহরের দিকে।

সত্যর আদর্শ মানুষ তৈরীর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়—সবাই যদি গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তা' হ'লে মানুষ হবে কে? গ্রাম যে একেবারে শ্মশান হ'য়ে যাবে! নিজের জমি বিক্রী ক'রে, গ্রামের অবস্থাপন্ন আর পাঁচ ঘরের কাছ থেকে চাঁদা আদায় ক'রে, গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার দলগুলিকে ফিরিয়ে এনে খাওয়াবার ব্যবস্থা করে। তার জমি বিক্রীর খবর পেয়েই বিষয়ী যতীনবাবু শঙ্কিত হ'য়ে উঠেন—জমি বিক্রী করে ভিখিরী খাওয়ানো যে নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়, তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। তাই তিনি ছুটে এসে সত্যর মাকে আর কমলাকে সাবধান ক'রে দিয়ে যান। কমলা তার বাবাকে চেনে, তাই সত্যর জমি বিক্রী বন্ধ করার জন্য তার সঞ্চিত সমস্ত টাকা, গয়না সে সত্যকে দেয় নিঃস্ব লোকদের খাওয়াবার জন্যে। কমলার সম্বন্ধে সত্যর ধারণা বদলে যায়—আস্তে আস্তে সে কমলাকে অত্যন্ত ভাল বেসে ফেলে, মনে করে কমলা সব কিছু করতে পারে তার জন্যে।

কমলার গয়না বিক্রীর টাকায় বেশ কিছু দিন চললো। আশপাশের গ্রামের হিন্দু মুসলমান সকলে এসে জুটলো সত্যর আশ্রয়ে। মুসলমানদের জন্যে আলাদা রান্না হ'তে লাগলো সত্যর বাড়ীতে। সত্যর মা রাঁধতেন, কমলা সাহায্য করতে। সেদিন সত্যর মার অসুখ করেছে ব'লে কমলা জোর করে রাঁধতে গিয়ে ভাতের হাঁড়ি নামাবার সময় হাঁড়ি ভেঙ্গে পা পুড়িয়ে ফেলে। খবর পেয়েই যতীন বাবু ছুটে এসে সত্যর আপত্তি উপেক্ষা ক'রে, কমলাকে জোর ক'রে কোলে তুলে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

কমলা ভালো হ'লো কিন্তু যতীন বাবু তাকে পাঠাতে চান না। একদিন সত্যর মা তাকে আনতে যেয়ে অপমানিত হ'য়ে এলেন। খবর পেয়েই সত্য গেলো কমলাকে নিয়ে আসতে। কমলা চলে আসছিলো সত্যর সঙ্গে, কিন্তু যতীন বাবু দিব্যি দিয়ে তাকে আটকে রেখে সত্যকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বল্লেন।

অপমানিত সত্য মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আর কখনও দেশে না ফেরার সংকল্প ক'রে কল্‌কাতায় এলো। সুবোধের বাড়ী যেতেই আশা জিজ্ঞাসা করলো: "বৌ-কে নিয়ে এলেন না কেন?"

সত্য—"সে আমার অধিকারের বাইরে"।

আশা—"অধিকারের বাইরে?"

তাড়াতাড়ি আশার বান্ধবী মীণা বলে উঠলো—"কি হ'য়েছিল?"

সত্য—"বিশেষ কিছুই নয়"।

মীণা—"আপনাকে সহানুভূতি জানাবার বা সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার জানা নেই।"

সত্য বার বার বল্লে: "বিশেষ কিছুই হয়নি—তোমরা মিছি মিছি যা—তা ভাবছো।" কিন্তু ফল কিছু হ'লো না—সকলেই ধরে নিলো সত্যর বৌ মারা গেছে।

কিসে সত্য ভুলে থাকতে পারে, কি ক'রে সত্যর কষ্ট কমানো যেতে পারে, এই ভাবতে ভাবতে আশা যখনই জানতে পারলো যে নিরন্নদের নিয়ে সত্য সঙ্ঘবদ্ধ চাষ করতে চায় তখনই সে সঙ্ঘবদ্ধ চাষের সমস্ত খরচ দিতে রাজী হ'লো। সুবোধদের বোয়ালিয়ার বিশাল জঙ্গল কেটে কল্‌কাতার ফুটপাথে পড়ে থাকা কঙ্কালসার নরনারীদের নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ চাষ আরম্ভ হ'লো।

দেখা গেল বক্তৃতা-বিশারদ সত্য কাজে অসাধারণ, মৃতকল্প লোকদের নতুন আশায় পুনর্জীবিত ক'রে নতুন মানুষ ক'রে তুলেছে। অনাহারে মৃত্যু যাদের স্থির নিশ্চয় ছিল তারাই কাজের উন্মাদনায়, নতুন জীবনের নেশায় এবং নতুন আদর্শের মহিমায় আদর্শ মানুষ হ'য়েছে। সত্যর সঙ্ঘবদ্ধ চাষের আদর্শ আজ বাস্তবে পরিণত।

এর পরেও সত্য থাকে আনমনা—আশা ভাবে মৃত বৌ-এর কথা ভেবেই সত্য সুখী হ'তে পাচ্ছে না, বোধ হয় কমলার শূন্য স্থান পূর্ণ না হ'লে সত্যর সুখী হওয়া সম্ভব হবে না। তাই সে নিজেকে সত্যর কাছে সমর্পণ ক'রে বলে: "যাকে ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না তার জন্যে ভেবে তোমার সাধনা নষ্ট ক'রো না।"

ভুল বুঝে আশা কি সত্যিই কমলার অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে?

সত্যিই কি কমলা ফিরিয়ে পাবে না সত্যকে?

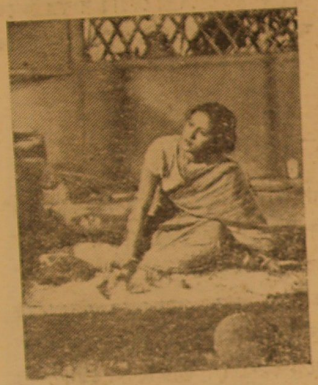

গান

(১)

ওগো নববধূ ওগো চম্পক বরণী
কুসুমে কুসুমে ছড়ান তোমার সরণী
তোমার ফুলের ফুরাবেনা কভু মধু
নতুনের সাড়া নিয়ে যাও বার বার
পুরানো ধরায় তুমি চির নব বধূ
কনসে কাঁকনে তোল মধু ঝংকার
তুমি আস যাও নূপুর বাজাও
দুলে ওঠে ধরণী।
শিশু ভোলানাথ নিয়ত স্বপনে তব
তুমি শুকতারা তুমি যে চাঁদের সাথী
নতুনের মাঝে তুমি চির অভিনব
তোমার হাতে যে কল্যাণ দীপ জ্বালা
সলাজ আঁখি ললাটে সিঁদুর শিখা
প্রহর পোহাও গাঁথিয়া বরণ মালা
পরাণে তোমার প্রণয়ের হোম শিখা
মকর কেতন বাহিছে তোমার
প্রেমের কুসুম তরণী॥

(২)

সখি শ্যামলের প্রেম এ বড় মধুর জ্বালা
(আমি) হিয়ায় ধরিয়া করেছি হিয়ার মালা
মালা করেছি, বঁধুরে গলার মালা করেছি
পরাণের সাথে মিলাতে পরাণ
বঁধুরে আমার মালা করেছি, আমি করেছি হিয়ার মালা।
সখি শ্যামলের প্রেম চন্দন সম ঘসিলে গন্ধ বাড়ে
হিয়া হলো ক্ষয় তবু প্রেমময় কভুনি হৃদয় ছাড়ে
তাই ভাল সখি তাই ভাল
হৃদয় গগনে শ্যামচাঁদ মোর জ্বালুক প্রেমের আলো॥

—কমলার গান

(৩)

গান খানি মোর কোন স্বপনে যায় ভেসে যায়
দখিন হাওয়ায় গো যায় ভেসে যায়।
(যথা) ফুলে ফুলে সুর শুনিয়ে
ভ্রমর চলে গুন গুনিয়ে
(যেথা) মাটির স্বপন আকাশ পানে ধায় শুধু ধায়
জানিগো তোমার আমার হৃদয় মেশে
এ গানের সুরের আপন গোপন দেশে।
(যেথা) তুমি আমি এই ভুবনে
দুইজনারে পাই দুজনে
(যেথা) চাঁপার বনে উদাস পাখী গায় শুধু গায়॥

—কমলার গান

(৪)

কিছু শুনি কিছু বল
সঘন গহন রাতি
বায়ু বহে চঞ্চল
আজি কেতকীর হিয়া
কেঁদে ফিরে সুরভিয়া
ছলছল আঁখি ভরা
নিবিড় নিশাকুল
কিছু শুনি কিছু বল।
না বলা বাণীরে আঁখি
দিক আজি দিক ভাষা
বাহিরে আ সুক নানি
হৃদয়ের ভালবাসা
তোমার পরশ রাগে
মিলন বিরহ জাগে
অকারণ বেদনায়
হিয়া মোর টল মল॥

—কমলার গান

(৫)

ও জাগার সাথী গো মম
আজ শোনাব তোমারে জাগি
চাঁদের লাগিয়া কেন কুমুদী মেলে গো আঁখি।
কেন বাতাসের কোলে
বনের লতাটী দোলে
ফাগুণের সমীরণে কেন গাহে বন পাখী।
কেন গো আসেনা ঘুম প্রিয় যদি থাকে পাশে
পরম মিলনে কেন আঁখি দুটী জলে ভাসে।
যদি গো পরশ পাই
বলো কেন আরো চাই
কেন বাঁধি তব হাতে বারে বারে ফুল রাখী॥

—কমলার গান

(৬)

(যদি) ছেড়ে যায় তব সাথী
পথে যেতে যেতে নিভে যায় কভু বাতি
প্রাণের আগুণ দিয়ে
(তুমি) দীপ নিও জ্বালিয়ে
সাথী হারা রাতে আপনার লাগি
তুমি যে আপন সাথী।
পাষাণ ভাঙ্গিয়া যে তরু আকাশ চায়
তুমি সেই তরু সে ফুল তুমি যে ঝরে না যে কভু হায়
যেবা ছেড়ে যায় তারে
কেন চাও বারে বারে
জানি হবে জয় একা চল তুমি
একার নেশায় মাতি॥

—আশার গান

(৭)

সখি নিঠুর পরাণ পিয়া
বিরহে তাহার ধূপের সমান
জ্বালিনু এ মোর হিয়া।
ধূপ জ্বলে গো সুরভিয়া ধূপ জ্বলে গো
রাধার হিয়ার সুরভিয়া প্রেমে
পলে পলে ধূপ জ্বলে গো
আমি জ্বালিনু এ মোর হিয়া
সখি এ রাধা চকোরী ডুবিল বিরহে হারায়ে শ্যামল চাঁদে
সখি মধু পূর্ণিমা ছেড়ে গেছে মোরে অমানিশি তাই কাঁদে
(আজি) আঁধারে ডুবিল রাই শ্যামচাঁদ বিনা বিরহ আঁধারে
অকালে ডুবিল রাই
(ছিল) বিরহের ফুলে ছাওয়া মিলনের ঘর
না পোহাতে মধু নিশি পিয়া হলো পর। —কমলার গান

(৮)

তোমার ভুবন ফাগুণ ফুলে ছাওয়া
শেষের যে গান হয়নি সে যে গাওয়া
ঐ তো বিলোল রঙ্গের হিলোল
পাখির গানে যায় দিয়ে দোল
অনেক পাওয়ার এই জীবনে
হয়নি শেষের চাওয়া।
আজও বাঁশীর সুর আছে গো
পিয়াল বনের ছায়
মেঘ পরীদের আঁচল দোলে
নীল আকাশের গায়
প্রজাপতির রঙীন পাখায়
দিনের স্বপন ঐযে রাঙায়
বনের হিয়া যায় দুলিয়ে
আজও দখিন হাওয়া॥—আশার গান

ইষ্টার্ণ টকীজের পরিবেশনে আসিতেছে ঃ—

স্বপন পুরীর

চোরাবালি

কাহিনী ও পরিচালনা ঃ—তুলসীদাস লাহিড়ী

হাসি ও অশ্রুর সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব।

★ ★ ★

মহালক্ষ্মীর

মহাসম্পদ

কাহিনী ও পরিচালনা ঃ—তুলসীদাস লাহিড়ী

সঙ্গীত রচনা ঃ—কবি শৈলেন রায়

সঙ্গীত পরিচালক ঃ—গোপেন মল্লিক

দেখিবার, শুনিবার ও ভাবিবার মত একখানি চিত্র।

★ ★ ★

ইষ্টার্ণ টকিজের

নন্দরাণীর সংসার

কাহিনী ঃ—৺যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী

পরিচালনা ঃ—পশুপতি কুণ্ডু

সঙ্গীত রচনা ঃ—কবি শৈলেন রায়

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ—গোপেন মল্লিক

রূপায়নে ঃ চিত্রজগতের চিত্তহারী সকলেই

Published by Eastern Talkies Limited & Printed at Prosanna Printing Press
26, Bose Para Lane, Baghbazar Calcutta.

মূল্য দুই আনা